১০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ২১০ শিক্ষক, আটকে আছে নিয়োগ

- এর মধ্যে ছুটিতেই আছেন ৫৪ জন, সেশনজটের ঝুঁকি বাড়ছে শিক্ষার্থীদের
- বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম না থাকায় পড়াশোনার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে না
- প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত কোনো কাজই হয়নি বলছেন উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক,
বরিশাল

০৮ মার্চ, ২০২৫ ১৪:৪০

শেয়ার

অ +

অ -

সংগৃহীত ছবি

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সবচেয়ে পিছিয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (ববি)। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ হাজার ৯৯ জন। বিপরীতে প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক রয়েছেন ২১০ জন। ছুটিতে রয়েছেন ৫৪ জন।

যা মোট উপস্থিতির ২৬ শতাংশ। সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালটির শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৬৫। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রতি ৬৫ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষক! আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্যে একজন শিক্ষক রয়েছেন। ববিতে শিক্ষক সংকটের কারণে উপ-উপাচার্যও নিয়মিত পাঠদান করছেন।

এতে করে শিক্ষার গুণগতমান ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি অধিকাংশ বিভাগে সেশনজট বাড়ছে।

কীর্তনখোলা নদীর তীরে গড়ে তোলা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৪ বছর পার হলেও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি বিভাগের শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য ৭৫টি কক্ষ প্রয়োজন।

কিন্তু ১৫০ ব্যাচের জন্য শ্রেণিকক্ষ আছে মাত্র ৩৬টি। শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে অনেক সময় খোলা মাঠে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো হচ্ছে।

শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ১:৬৫

বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্গানোগ্রামভুক্ত শিক্ষকদের পদের সংখ্যা ৪৫৩টি। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ছাড়কৃত পদের সংখ্যা ২৬৬টি। তার বিপরীতে কর্মরত শিক্ষক রয়েছেন ২১০ জন।

কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে ৫৪ জন শিক্ষক শিক্ষাছুটিতে থাকায় মাত্র ১৫৬ জন শিক্ষক দিয়ে চলছে ২৫টি বিভাগের পাঠদান। অর্গানোগ্রামভুক্ত অধ্যাপক পদের সংখ্যা ৪৯টি হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রয়েছেন মাত্র একজন।

ছাড়কৃত অধ্যাপকের ১০টি পদই শূন্য।

দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ না হলেও প্রতিবছরই আসছে নতুন নতুন ব্যাচ। এতে শিক্ষক সংকট প্রকট হচ্ছে। একজন শিক্ষককে একটা সেমিস্টারে গড়ে ৮টিরও অধিক কোর্সের ক্লাস নিতে হয়। এরমধ্যে গবেষণার শিক্ষার্থী রয়েছেন, তাদেরও আলাদাভাবে সময় দিতে হয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে এতগুলো ক্লাস নেওয়া, খাতা মূল্যায়ন করা আবার নিজে বাসায় গিয়ে পড়াশোনা করা- রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন তারা।

সবচেয়ে করুণ অবস্থা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের। বিভাগটি ২০১৮ সালে চালু হয়েছে, ছয়টি ব্যাচ চলমান। ইউজিসির ওয়ার্ক ক্যালকুলেশন নীতিমালা অনুযায়ী বিভাগটিতে ১০ জনের অধিক শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচজন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। এর মধ্য দুজন শিক্ষাছুটিতে থাকায় মাত্র তিনজন শিক্ষককে দিয়ে ১৪৪ জন শিক্ষার্থীর পাঠদান চলছে।

শিক্ষক সংকটের কারণে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একজন শিক্ষককে গড়ে আটটি করে কোর্সের ক্লাস নিতে হচ্ছে। একজন শিক্ষকের পক্ষে এতগুলো কোর্সের খাতা মূল্যায়ন করা ও ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। এতে সেশনজটের ঝুঁকি বাড়ছে শিক্ষার্থীদের। একই চিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি ২৪টি বিভাগের।

গণিত বিভাগে ৫৫০ জন শিক্ষার্থীর পাঠদান দিচ্ছেন সাতজন শিক্ষক, ভূ-তত্ত ও খনিবিদ্যা বিভাগে ৩৫৯ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছে পাঁচজন। লোকপ্রশাসন ও অর্থনীতি বিভাগে প্রায় ৪২২ শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক আছেন সাতজন এবং মার্কেটিং বিভাগে ছয় শিক্ষক দিয়েই ৫৫৮ শিক্ষার্থীর পাঠদান চলছে।

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানি কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘শিক্ষকের সংকট থাকায় ক্লাস নিতে হচ্ছে। সময় পেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ক্লাস নিচ্ছি। শিক্ষকদের একটা নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। সেই নিয়োগ প্রক্রিয়াটা এগিয়ে নিতে পারলেই সমস্যা অনেকাংশে দূর হবে। পাশাপাশি উচ্চতর ডিগ্রির জন্য দেশের বাইরে থাকা ৫৪ জন শিক্ষক পর্যায়ক্রমে ক্লাসে ফিরবেন। তখন শিক্ষক সংকট কেটে যাবে। একই সঙ্গে শিক্ষায় গতি ফিরবে।’

১৫০ ব্যাচের ৩৬ শ্রেণিকক্ষ

অবকাঠামোগত সংকটে শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমও চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। একটি গুচ্ছ ভবনেই চলে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম। শিক্ষকদের অফিসকক্ষ, ল্যাব ও প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তরের

কক্ষসংকট থাকায় বিভিন্ন কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ার দশায় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ৩৬টি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে।

দুটি একাডেমিক ভবনে ২৮টি এবং প্রশাসনিক ভবনে আটটি শ্রেণিকক্ষ আছে। একইভাবে ল্যাবেরও সংকট আছে। ল্যাবের জন্য কক্ষ আছে ৩২টি। এ ছাড়া আলাদা করে শিক্ষকদের বসার জন্য কক্ষসংকট তো আছেই। বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষকদের অফিস মিলিয়ে ৬৮টি কক্ষ আছে। প্রতিটি কক্ষে তিন-চারজন শিক্ষক গাদাগাদি করে বসেন। কক্ষের অভাবে দীর্ঘদিন উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ একটি কক্ষে অফিস করেছেন।

শিক্ষার্থীরা জানান, অধিকাংশ বিভাগে বর্তমানে সাতটি ব্যাচ আছে। এর বিপরীতে পাঠদান করান গড়ে পাঁচজন শিক্ষক। শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে পাঠদান ব্যাহত হওয়ায় সেশনজট বাড়ছে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম না থাকায় পড়াশোনার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কিছু শিক্ষক নিজেদের উদ্যোগে গবেষণা করেন। গবেষণা খাতে বরাদ্দও অপ্রতুল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থী নাবিলা জান্নাত বলেন, ‘বিভাগের পাঁচটি ব্যাচে ৪৫০ শিক্ষার্থী আছে। শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ একটি শ্রেণিকক্ষ। আরেকটি কক্ষ দুটি বিভাগের শিক্ষার্থীদের যৌথভাবে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সেটি ওই বিভাগের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হচ্ছে। যখন আমরা ওই কক্ষে ক্লাস করতে যাই তখন দেখা যায়, সেখানে অন্যদের পাঠদান চলছে। এ জন্য আমাদের দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এ ছাড়া কক্ষসংকটে আমাদের ক্লাস কম হয়। এতে সিলেবাস এগোয় না। এরই মধ্যে আমরা এক বছরের সেশনজটের কবলে পড়ে গেছি।’

উপাচার্য অধ্যাপক ড. শুচিতা শরমিন বলেন, ‘প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত কোনো কাজই হয়নি। কয়েকমাস হলো দায়িত্ব নিয়েছি। এসেই দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শ্রেণিকক্ষ ও আবাসনসহ নানা সংকট। এসব সংকট মোকাবিলায় প্রকল্প অনুমোদন নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। প্রকল্প অনুমোদন সাপেক্ষে দ্রুত সময়ের মধ্যে সংকট সমাধান হবে।